করে। নিজেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার কাজে মনোনিবেশ করে ঐ সময়ের মানুষগুলো। কিন্তু শুধুমাত্র সমবায় নীতি ও জনবলের অভাবে পরবর্তী এক দশকে অর্থাৎ ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশীরভাগ সমিতি টিকে থাকতে অসমর্থ হয়। ফলে এ সমস্ত সমিতিসমূহ তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই সময়কার বেশ কিছু সমিতি, যারা আজ বিশ্বের প্রাচীনতম সমিতি বলে দাবী করে, বীরদর্পে টিকে আছে সমবায় আন্দোলনে। তাদের মধ্যে লক্‌হার্স লেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভস সোসাইটি (Lockhurst Lane Industrial Cooperatives Society) যা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে। এই প্রাচীনতম সমিতিটি আজ ইংল্যান্ডের সমবায় আন্দোলনের মধ্যমনির জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই সমিতিকে ঘিরেই আর্বতিত ও আন্দোলিত হচ্ছে ইংল্যান্ডের সমবায় আন্দোলন।

১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত আইন দ্বারা সিদ্ধ, সুসংঘঠিত ও কাঠামোগতভাবে গঠিত কোন সমবায় সংগঠন দেখা যায়নি। এ খ্রিস্টাব্দেই ইংল্যান্ডের রচডেলে সোসাইটি অব ইক্যুইটিবল পাইওনিয়ারস (Rochdale Society of Equitable Pioneer's) নামে একটি সমবায় সংগঠন গড়ে উঠে। যার উদ্যোক্তা ছিলেন ১০ জন তাঁতী ও ২০ জন অন্যান্য পেশার লোক। প্রথম দিকে ভালো চললেও তা পরিচালনা ও কর্মীর অভাবে এ সমিতি বেশী দূর এগুতে পারেনি। কিন্তু তারা দমে যায়নি।

তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে রচডেলে নীতি/আইন (TheRochdale Principles) নামে সমবায় আইন প্রনয়ন করেন। এই আইন তারা কঠোর ভাবে মেনে প্রতি সদস্যের নিকট হতে এক পাউন্ড করে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। দীর্ঘ চার মাসের প্রানান্ত চেষ্টায় তারা ২৮ পাউন্ড অর্থ সঞ্চয়

সোসাইটি অব ইক্যুইটিবল পাইওনিয়ার্সের তৎকালীন কর্মকর্তাব"ন্দ

হিসাবে সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। তাদের এই ২৮ পাউন্ড পুঁজি কাজে লাগিয়ে ডিসেম্বর মাসের কন-কনে শীতে বড়দিনের ঠিক আগে আগে ২১ ডিসেম্বর বিকাল চার দিকে উদ্ভোধন করে একটি সমবায় দোকান। তারা ও গ্রামের অন্যান্য জনগন এই দোকান থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সূলভ-মূল্যে ক্রয় এবং নিজেদের তৈরী পণ্য-সামাগ্রী এ সমবায় দোকানের মাধ্যমে বাজারজাত করার সুযোগ পান। এ সমবায় দোকানে তারা হাতে তৈরী ঘি, শস্য গুঁড়া, ময়দা, মোমবাতি, চিনি, শিশু খাদ্য ইত্যাদি বিক্রি করা শুরু করেন। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে তারা তাদের দোকানের কলেবর বৃদ্ধি করে চা ও তামাক বিক্রি শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই দোকানের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রচাড়েলে আইনের (The Rochdale Principles) এর আওতায় ইংল্যান্ডের সমবায় সমিতিসমূহ নিবদ্ধিত ও পরিচালিত হতে থাকে। ইংল্যান্ড থেকেই সমবায় আইন প্রসার লাভ করে এবং বিশ্ব দরবারে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পরিচিতি পেতে থাকে। এই আইনের আওতায় ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় বিভিন্ন গনতান্ত্রিক সমবায় সংগঠন, যার বেশীর ভাগই হলো ভোক্তা সমবায় সমিতি, তাঁতী সমবায় সমিতি ও সমবায় শ্রমিক সংগঠন শ্রেণীভুক্ত।

ইংল্যান্ডের কৃষক ও ভোক্তাদের সমবায় সংগঠন ও তাদের দলীয় কার্যক্রম দেখে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য কনজোমার প্রোটেকশন এসোসিয়েশন (Consumer Protection Association) গঠন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন উদ্যোগী মানুষ। তারা বোস্টনে একটি দোকান চালু করেন। তারা এই দোকানটি ইংল্যান্ডের রচডেলে সোসাইটি অব ইক্যুইটিবল পাইওনিয়ারস (Rochdale Society of Equitable Pioneer's) এর আদলে পরিচালনা করার চেষ্টা করেন।